লন্ডনে বিশ্বের

টেলিকমিউনিকেশান পণ্য নির্মাতা অ্যালকাটেল-লুসেন্টের বিজ্ঞানীরা। দ্রুততম ব্রডব্যান্ড সংযোগ স্থাপনের ওই পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা প্রতি সেকেন্ডে ১.৪ টেরাবাইট গতিতে ডেটা ট্রান্সফার করেন সেন্ট্রাল লন্ডনের বিটি টাওয়ার থেকে ৪১০ কিলোমিটার দূরে ইপসউইচে। ওই গতিতে প্রতি সেকেন্ডে ৪৪টি আনকম্প্রেসড এইচডি সিনেমার ফাইল পাঠানো সম্ভব।

বার্তাসংস্থা বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, দ্রুততম ব্রডব্যান্ড সংযোগ নিয়ে গবেষণায় এই সাফল্যের খবর নিশ্চিত করেছে বিটি এবং অ্যালক্যাটেল-লুসেন্ট উভয়ই।

বিবিসির ওই প্রতিবেদনে আরও জানিয়েছে বিটি ও অ্যালকাটেল-লিউসেন্টের এই সাফল্যে সবচেয়ে বড় ইতিবাচক প্রভাবটি পড়বে বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর।

ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনে ব্যবহৃত বর্তমান প্রযুক্তি কাজে লাগিয়েই যে ডেটা ট্রান্সফারের গতি ও পরিমাণ দুটিই বাড়ানো সম্ভব সেটাই প্রমাণ হয়েছে ওই পরীক্ষায়। সর্বোচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড সংযোগের ওই পরীক্ষায় বিশ্বব্যাপী বহুল ব্যবহৃত ফাইবার অপটিক কেবল ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে অ্যালকাটেল-লুসেন্ট।

প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী দ্রুতগতির ব্যান্ডউইথের চাহিদা বাড়ছে শতকরা ৩৫ শতাংশ হারে। এই অবস্থায় আইএসপি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল গ্রাহকদের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইন্টারনেট সংযোগের গতি বাড়ানো। সাম্প্রতিক গবেষণার নতুন এই সাফল্য আইএসপি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আশার আলো জাগাবে এবং গ্রাহকদের দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগের চাহিদা মেটাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলেই মনে করছে অ্যালকাটেল-লিউসেন্ট।

দেশব্যাপী ১৯ দলীয়

অনুষ্ঠিত সমাবেশের শেষ পর্যায়ে পুলিশ অতর্কিতভাবে জনতার ওপর হামলা, লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল-রাবার বুলেট নিক্ষেপ এবং ২ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। সমাবেশে বক্তারা বলেন, সরকার তামাশা ও ভাঁওতাবাজির নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা জবর দখল করে এখন জনগণের উপর দলন-পীড়ন চালাচ্ছে। তারা বিরোধী দল নির্মূলের অংশ হিসেবেই জামায়াতসহ বিরোধী দলের জনপ্রিয় নেতাদের ক্রস ফায়ার ও কথিত বন্দুক যুদ্ধের নামে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অতীতে কোনো স্বৈরাচার বা ফ্যাসিবাদী শক্তির শেষ রক্ষা হয়নি, আওয়ামী লীগেরও শেষ রক্ষা হবে না। তারা পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে অবিলম্বে সরকারকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানান। অন্যথায় সরকারের করুণ পরিণতি বরণ করতে হবে।

পল্টন থানা : ঢাকা মহানগরীর পল্টন থানার উদ্যোগে নগরীতে 'কালো পতাকা মিছিল' ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি বিজয়নগর থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পল্টন মোড়ে এসে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগরী মজলিশে শূরা সদস্য অধ্যাপক মোকাররম হোসাইন খান, থানা সেক্রেটারি আমিনুর রহমান, জামায়াত নেতা মনির হোসাইন, আহসান হাবীব, আলমগীর হোসেন, আ ফ ম ইউসুফ, হাফেজ আশিকুর রহমান, ছাত্র নেতা সোহেল রানা মিঠু ও মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। সমাবেশের শেষ পর্যায়ে পুলিশ অতর্কিতভাবে হামলা, লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল-রাবার বুলেট নিক্ষেপ এবং ২ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পাতানো ও ষড়যন্ত্রের নির্বাচন দেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্জন করায় সরকার জনতার ওপর প্রতিরোধ নিতে শুরু করেছে। ৫ জানুয়ারির নির্বাচন দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কবর রচনা করেছে। সরকার জনগণের কণ্ঠরোধ করে নিজেদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতেই সারাদেশে হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য চালিয়ে দেশে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। তারা বিরোধী দল নির্মূলের জন্যই সারা দেশে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের গণগ্রেফতার চালাচ্ছে এবং কথিত রিমান্ডের নামে গণগ্রেফতার চালানো হচ্ছে। কথিত ক্রসফায়ারের নামে দেশকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করা হয়েছে। সরকার দলন-পীড়ন চালিয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার দিবাস্বপ্নে বিভোর। কিন্তু জনগণ তাদের সে স্বপ্ন কখনোই বাস্তবায়িত হতে দেবে না বরং যেকোন মূল্যে প্রতিহত করবে। তারা অবৈধ সরকারের পতনের লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান।

কোতোয়ালী/বংশাল/চকবাজার থানা : ১৯ দলীয় জোট ঘোষিত সারা দেশে 'কালো পতাকা মিছিল' কর্মসূচির অংশ হিসেবে কোতোয়ালী, বংশাল ও চকবাজার থানার যৌথ উদ্যোগে নগরীতে কালো পতাকা মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি আর্মানীটোলা থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে নয়াবাজারে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগরীর মজলিশে শূরা সদস্য মাওলানা আহসান উলাহ ও মফিজুল ইসলাম, বংশাল থানা সেক্রেটারি এম আলম, কোতোয়ালী সেক্রেটারি খন্দকার আল আমীন, শিবিরের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক নূর মোহাম্মদ, প্রচার সম্পাদক মাহবুব মাহফুজ, কোতয়ালী থানা সভাপতি তাওহিদুল ইসলাম, বংশাল সেক্রেটারি আব্দুস সালাম, চকবাজার সেক্রেটারি মোহাম্মদ মোরাদ, জামায়াত নেতা জয়নাল আবেদীন, অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন, সালাহউদ্দীন, মাওলানা জয়নাল আবেদীন, এ কে গিয়াস উদ্দীন, মাওলানা তাজুল ইসলাম ও জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

রূপনগর/পলবী থানা : রূপনগর ও পলবী থানার যৌথ উদ্যোগে নগরীতে কালো পতাকা মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি ১১ নং বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগরী মজলিশে শূরা সদস্য আব্দুলাহ আল মাহমুদ, মিজানুল হক ও আব্দুস সালাম, পলবী থানা সেক্রেটারি আশরাফুল ইসলাম ও ছাত্র নেতা মর্তুজা প্রমুখ।

হাজারীবাগ থানা : হাজারীবাগ থানা জামায়াতের উদ্যোগে নগরীতে কালো পতাকা মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি মুক্তি সিনেমা হলের সামনে থেকে শুরু হয়ে পোস্ট অফিস গলি হয়ে মধুবাজার দিয়ে ধানমন্ডি ১৯ নং রোডের মোড়ে এসে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন থানা আমীর শেখ শরীফ উদ্দীন আহমদ, সেক্রেটারি আব্দুল বারী আকন্দ, জামায়াত নেতা মুজিবুর রহমান খান, হারিস উদ্দীন, ছাত্র নেতা সোহেল হায়দার, সাবেক ছাত্র নেতা নূর মোহাম্মদ ম-ল ও জোবায়দুল ইসলাম প্রমুখ।

মোহাম্মদপুর/আদাবর থানা : মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানার যৌথ উদ্যোগে নগরীতে কালো পতাকা মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগরী মজলিশে শূরা সদস্য মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, আদাবর থানার নায়েবে আমীর আলী আকরাম মোহাম্মদ ওজায়ের, সেক্রেটারি আ ন ম হাসান নো'মান, জামায়াত নেতা এ্যাডভোকেট আজহার মুন্সী, আমীর হোসাইন, মাহবুবুর রহমান, ছাত্রনেতা ইউনুস সুমন ও এনামুল হক প্রমুখ।

লালবাগ/ কামরাঙ্গীরচর থানা : ১৯ দলীয় জোট ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে লালবাগ ও কামরাঙ্গীরচর থানার উদ্যোগে নগরীতে কালো পতাকা মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টার থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ভাট মসজিদের সামনে এসে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কামরাঙ্গীরচর থানা আমীর আবু আব্দুল-াহ, লালবাগ থানা সেক্রেটারি শামীমূল বারী, জামায়াত নেতা মাসুমবিলাহ, নজরুল ইসলাম, মহসীনুল কবির, আলী আকবরী ও ছাত্র নেতা আশরাফ প্রমুখ।

রমনা ৫৫ নং ওয়ার্ড : রমনা থানার ৫৫ নং ওয়াড্রের উদ্যোগে নগরীতে কালো পতাকা মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি মগবাজার চৌরাস্তা থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ড সভাপতি আতাউর রহমান সরকার, শিবিরের কলেজ শাখার সেক্রেটারি বজলুল হক, জামায়াত নেতা আব্দুস সাত্তার, তবিবুর রহমান টিপু ও মাকসুদুল আলম প্রমুখ।

সবুজবাগ থানা : সবুজবাগ থানা জামায়াতের উদ্যোগে নগরীতে কালো পতাকা মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি বাসাবো থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জামায়াত নেতা আবু নো'মান, নাসির উদ্দীন মজুমদার, আব্দুল বারী, গোলাম মোহ্ম্মাদ মুজাহিদ ও ছাত্র নেতা ফায়জুর রহমান প্রমুখ।

ডেমরা থানা : অবৈধ সরকারের অবৈধ সংসদ অধিবেশন শুরুর প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামী ডেমরা থানা সকালে ডেমরা স্টাফ কোয়াটারে কালো পতাকা মিছিল করে। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, ৫ জানুয়ারি বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন হয়নি। কিছু কিছু কেন্দ্রে কোনো ভোটার ভোট দিতে যায়নি। আওয়ামী লীগ এবং নির্বাচন কমিশনের যৌথ প্রয়োজনায় ইতিহাসের কলংকিত নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। এ নাটকের মাধ্যমে গণতন্তের কবর রচনা করা হয়েছে। গণতন্ত্রের পুনর্জীবনে জনতার আন্দোলন শুরু হয়েছে। এ আন্দোলন বিজয়ী হবে অবৈধ সরকারেরর পতন নিশ্চিৎ করে জনতা ঘরে ফিরবে।

মোবারকের পতনের

দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, নিহতদের বেশিরভাগই কায়রোয় মারা গেছে।

রাজধানীতে নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে সরকার বিরোধীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে বলে জানা গেছে।

নিরাপত্তা রক্ষীরা ইসলামপন্থী বিক্ষোভকারীদের তাহরীর স্কয়ারে যেতে বাধা দেয় যেখানে সরকার সমর্থিত এক বিশাল সমাবেশ চলছিল। তাহরীর স্কয়ারে জড়ো হওয়া মানুষ জেনারেল আবদুল ফাত্তাহ আল-সিসির সমর্থনে স্লোগান দিচ্ছিল।

শনিবার ভোর থেকেই বিভিন্ন স্থানে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে দিনটি উদযাপনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে উৎসাহিত করে।

সকাল থেকে হাজার হাজার সরকার সমর্থিত মিসরীয় খ্যাতনামা তাহরীর স্কয়ারে এসে জড়ো হতে শুরু করে।

মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে দেহ তলাশি করে সবাইকে ঢুকতে দেয়া হয় এবং সেনারা ট্যাংক ও হেলিকপ্টার নিয়ে টহল দিচ্ছে।

মূলত জেনারেল আবদুল ফাত্তাহ আল-সিসির সমর্থকরাই দেশের পতাকা হাতে তাহরীর স্কয়ারে এসেছে এবং তারাই গানের তালে নেচে-গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে। অনেকের হাতেই ছিল আল-সিসির ছবি সংবলিত পোস্টার।

তাদেরই একজন আহমেদ আসকার। তিনি বলছেন, জেনারেল সিসিকে সমর্থন জানাতে আমি এখানে এসেছি। আমার ধারণা, মিসরে একটি শক্ত প্রশাসন দরকার, পুলিশ প্রশাসন দরকার যা জেনারেল সিসিই মিসরকে দিতে পারেন। তার উচিত হবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ানো।

তবে পুলিশ সামরিক বাহিনী সমর্থিত সরকার বিরোধী বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারীরা গ্রেফতার হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

গত জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট মোরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকে দেশটিতে সহিংসতায় শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটেছে।

গণঅভ্যুত্থানে মোবারকের পতনের পর মিসরে রাজনৈতিক সংস্কার হবে বলে অনেকের মনেই আশা জেগেছিল।

কিন্তু মোরসিকে সরিয়ে দেয়ার পর থেকে ইসলামপন্থী ইসলামী ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে শক্ত সরকারী অবস্থান দেখা যাচ্ছে দেশটিতে। জেনারেল সিসির বিরুদ্ধে যাবে এমন কাউকেই প্রশ্রয়

৯৮ উপজেলায়

লীগের একাধিক প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। একাধিক প্রার্থী আছেন বিএনপিরও। নির্বাচন কমিশন ১০২টি উপজেলার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলেও রংপুরের চারটি উপজেলায় নির্বাচন স্থগিত করা হয়।

সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী গাইবান্ধার ২ উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে ১২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে গোবিন্দগঞ্জে ৩ জন এবং সাঘাটায় ৭ জন প্রার্থী রয়েছেন। ভোলার লালমোহনে মোট ১১ জন চেয়ারম্যান পদে লড়ছেন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ৮ জন ও বিএনপির ৩ জন প্রার্থী রয়েছেন। চাঁপাইনবাগঞ্জের নাচোল উপজেলায় পাঁচ জন লড়ছেন। তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের একজন, বিএনপির দু'জন, জামায়াতের একজন এবং দলনিরপেক্ষ একজন প্রার্থীও রয়েছেন। নড়াইলের কালিয়ায় প্রার্থী হয়েছেন ১৯ জন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদে আছেন ১০ জন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ৮ জন এবং বিএনপির দু'জন রয়েছেন। গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলায় চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়েছেন ৭ জন তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের পাঁচজন এবং বিএনপির দু'জন। একই জেলার কাশিয়ানীতে প্রার্থী হয়েছেন ৫ জন। তাদের সবাই আওয়ামী লীগের। রাজবাড়ী জেলার তিন উপজেলায় প্রার্থী হয়েছেন ১৫ জন। পাবনার তিন উপজেলায় প্রার্থী হয়েছেন ১৯ জন প্রার্থী হয়েছেন। দিনাজপুরের কাহারুল ও খানসামা উপজেলায় প্রার্থী হয়েছেন ১২ জন। মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের ১ জন ও বিএনপির ১ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

উপজেলা নির্বাচনে বরিশালের তিন উপজেলায় ৫৬ প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ২৪, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩২ জন। দাখিলকৃত চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মধ্যে আওয়ামী লীগের ১০, বিএনপির ৮ এবং জাতীয় পার্টি ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ১ জন করে প্রার্থী

১৮ পাতায়